আমাদের সময়

তারিখ: 22 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

অধিকাংশ আরবি শিক্ষক আরবিতেই অদক্ষ

মাদ্রাসা শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব

এমএইচ রবিন ●
মাদ্রাসায় দাখিলস্তরে আরবি বিষয়ে ভালো জানেন ৩২ শতাংশ শিক্ষক। এ হার আলিমে ৩৩ শতাংশ, ফাজিলে ৩৩ শতাংশ ও ২২ শতাংশ কামিলে। গড় হিসাবে ৩৯ শতাংশ শিক্ষক আরবিতে দক্ষ। আর সেই হিসেবে আরবিতে অদক্ষ ৫৭ শতাংশ আরবি শিক্ষক। অথচ মাদ্রাসা কারিকুলামে অর্ধেকের বেশি হচ্ছে আরবি সম্পর্কিত বিষয়। এগুলো পড়ানো হয় আরবিতে। আরবি কোনোরকম জানেন কিন্তু শিক্ষাদান করার কোনো দক্ষতা তাদের নেই; ওই রকম অনভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়েই চলছে দেশের প্রায় সাড়ে ৯ হাজার মাদ্রাসা। এর সামগ্রিক প্রভাব পড়ছে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর। মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরবি ভাষা দক্ষতা বিষয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এসব তথ্য উঠে এসেছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, দাখিল, আলিম ও ফাজিলে অর্ধেকেরই বেশি নম্বর আরবিতে পড়ানো হয়। আর কামিলে একটি বিষয় বাদে পুরোটাই আরবি। বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, দেশে মোট ৯ হাজার ৩৪১টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা। এর মধ্যে ৬৫৮২টি দাখিল, ১৪৮২টি আলিম, ১০৫৫টি ফাজিল ও ২২২টি কামিল মাদ্রাসা। ষষ্ঠ থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত এসব মাদ্রাসায় পড়ছেন ১২ লাখ ৬৯ হাজার ৯৪৮ শিক্ষার্থী।

দাখিলে কোরআনে ১০০, হাদিসে ১০০, আরবি দুই পত্রে ২০০, আকাইদ ও ফিকহে ১০০, ইসলামের ইতিহাসে ১০০ নম্বর রয়েছে। এর বাইরে সাধারণ বিষয় বাংলায় ২০০, ইংরেজিতে ২০০, গণিতে ১০০, বিজ্ঞানে ১০০ ও বাংলাদেশ স্টাডিজে ১০০ নম্বর এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

অধিকাংশ আরবি শিক্ষক আরবিতেই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) রয়েছে। ঐচ্ছিক বিষয়ের ১০০ নম্বরেও শিক্ষার্থীরা আরবি বিষয় নিতে পারবে। সে হিসেবে ১৩০০ নম্বরের মধ্যে ৭০০ নম্বর আরবিতে। আলিমে আরবিতে আরও ১০০ নম্বর বেশি। ফাজিলে আবশ্যিক ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৫০০ আরবি। আর কামিলের ১০০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ সাধারণ বিষয়ের নম্বর।

জানা গেছে, মাদ্রাসার এই আরবি বিষয়ের শিক্ষকরাই তাদের বিষয়গুলোতে দক্ষ নন। দাখিলে আরবি ভালো জানে ৩২ শতাংশ শিক্ষক, অধিকতর ভালো ৫ শতাংশ, মোটামুটি ৫৭ শতাংশ ও খারাপ ৬ শতাংশ। আলিমে ভালো জানে ৩৩ শতাংশ, অধিকতর ভালো ৬ শতাংশ, মোটামুটি ৩৯ শতাংশ, খারাপ ২২ শতাংশ। ফাজিলে ভালো ৩৩ শতাংশ, অধিকতর ভালো ৯ শতাংশ, মোটামুটি ৫৬ শতাংশ ও খারাপ ২ শতাংশ। কামিলে ভালো ২২ শতাংশ, মোটামুটি ৫৬ শতাংশ ও খারাপ ২২ শতাংশ। সেই হিসাবে গড়ে ৩৯ শতাংশ আরবি শিক্ষক দক্ষ বলে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে।

মাদ্রাসায় আইসিটি ও আরবি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্মার্ট ক্লাসরুম চালুর সম্ভাব্যতা বিষয়ে এক কর্মশালায় শিক্ষা সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান জানান, সৌদি সরকারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এ অর্থ ব্যয় হবে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কামিলের আরবি শিক্ষকদের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। কামিলে ২২ শতাংশ শিক্ষক আরবি ভালো জানেন। সেই হিসেবে কামিলে অধিকতর শিক্ষকেরই ভালো আরবি জানা নেই। এমনকি কামিল মাদ্রাসাগুলোতে আরবি বিষয়ে চার বছর মেয়াদি অনার্স (সম্মান) কোর্স করা শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১ শতাংশ।

আরবির শিক্ষক হলেও আরবিতে অনার্স, মাস্টার্স করা শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। আরবিতে অনার্স করা শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ। দাখিল মাদ্রাসায় আরবিতে অনার্স করা শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১ শতাংশ, আলিমে ৩ শতাংশ, ফাজিলে ২ শতাংশ ও কামিলে ১ শতাংশ। দাখিলে আরবিতে মাস্টার্স করা শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৯ শতাংশ, আলিমে ১৫, ফাজিলে ৫ ও কামিলে ৩০ শতাংশ। তবে মাদ্রাসাগুলোতে ফাজিল পাস করা অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যা দাখিলে ৪৯ শতাংশ, আলিমে ৪৬, ফাজিলে ৫৭ ও কামিলে ৫৫ শতাংশ। মাদ্রাসাগুলোতে আরবি শিক্ষকদের মান খুব বেশি একটা ভালো না হলেও ফলের দিক দিয়ে তারা বরাবরই ভালো। গত বছর দাখিলে পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ২৮ শতাংশ ও আলিমে ৯৪ দশমিক ০৯ শতাংশ। আর গত কয়েক বছরে ফাজিল ও কামিল পাসের হারও ৯০ শতাংশের ওপরে। ২০১২ সালে ফাজিলে পাস করেছে ৯৬ দশমিক ৮২ শতাংশ। ২০১০ সালে কামিলে পাস করেছে ৯৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, দেশের ৯২টি মাদ্রাসায় সমীক্ষা করে ব্যানবেইস। এর মধ্যে দাখিলে ৪৬টি মাদ্রাসার ৩১১ শিক্ষকের মধ্যে আরবির ৯২ শিক্ষক। আলিমের ১৫টি মাদ্রাসার ১৪৫ শিক্ষকের মধ্যে ৩১ শিক্ষক, ফাজিলের ২৭ মাদ্রাসার ২৪২ শিক্ষকের মধ্যে ৫৪ শিক্ষক এবং কামিলের ৪ মাদ্রাসার ৭৯ শিক্ষকের মধ্যে ৯ শিক্ষককে এ সমীক্ষার আওতায় আনা হয়।